WORLD RED CROSS & RED CRESCENT DAY

8th May, 1997

❐ Humanity ❐ Impartiality ❐ Neutrality
❐ Independence ❐ Voluntary Service
❐ Unity ❐ Universality

BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY

The Daily Star

Special Supplement

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির বিকাশ ও কার্যক্রম

এ,এস,এম আকরাম
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব

বিশ্ব যখন যুদ্ধ বিগ্রহ, ধ্বংস ও তুখন্ডের বিজয়ের খেলায় উন্মুখ,তখন অসহায় মানবকুল গত্যন্তর বা বিকল্প না দেখে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এ বিপদসংকুল পরিস্থিতির কাছে। এমন এক পটভূমিতে ১৮৫৯ সনে যুদ্ধজনিত কারণে আহতদের নিরপেক্ষ সেবার অঙ্গীকার ও আহবান জানিয়ে বিশ্বে একটি নতুন মানবসেবী সংস্থার জন্ম হয়েছিল যার নাম রেড ক্রস। বিশ্বব্যাপী রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট একটি আন্দোলন। সারা বিশ্বে ১৭০টি দেশে রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট নামে জাতীয় সোসাইটি হিসেবে সরকারের সহযোগী সংস্থা রূপে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

এ উপমহাদেশে রেড ক্রসের অগ্রযাত্রা শুরু হয় ১৯২০ সন থেকে। ১৯৭১ সনে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে রেড ক্রস ব্যাপক ত্রাণ, পুনর্বাসন, যুদ্ধাহতদের সেবা, আত্মসমর্পণকারী আটক পাকিস্তানী সৈনিকদের ও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৩ সনের ৩১শে মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ, ১৯৭৩ (পি,ও,২৬) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার ব্যতিক্রম এবং এর নিজস্ব বৈশিষ্টে পরিচালিত।

প্রথমতঃ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক এর আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (International Committee of the Red Cross কর্তৃক স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের নীতিমালা যথাঃ মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, স্বাধীনতা, একতা ও সার্বজনীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন যথাঃ আইসিআরসি (International Committee of the Red Cross) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) ও বিভিন্ন দেশের রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট জাতীয় সোসাইটি সমূহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে আলাদা, ব্যতিক্রম ধর্মী ও বৈশিষ্টপূর্ণ। ব্যতিক্রম ও বৈশিষ্টের কারণেই আজ ICRC ও International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies উভয়েই জাতিসংঘ Observer হিসেবে আসীন রয়েছে। ICRC ও International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বিভিন্নধর্মী মানবতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশীদার। এই সংস্থাসমূহের সঙ্গে স্বীতি ও পেশাগত সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সরকারের প্রধান সহযোগী ত্রাণ সংস্থা হিসেবে দেশের যে কোন প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জরুরী ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে বিশেষ ত্রাণ সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ত্রাণ যথাঃ মায়ানমার শরণার্থী ত্রাণ কার্যক্রম, উপজাতীয় প্রত্যাবাসন ত্রাণ কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করা হচ্ছে। শুধুমাত্র দুর্যোগ ত্রাণই নয় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি ও জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসলীলা থেকে উপকূলবাসী প্রায় এক কোটি লোকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, দুর্যোগ মোকাবিলা কর্মসূচী ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ৬৮টি ইউনিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ব্যাপক কর্মসূচী পালন করছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালসহ মাতৃসদন হাসপাতাল, গ্রামীণ মাতৃসদন ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প, স্বেচ্ছায় রক্ত দানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রক্ত দান কর্মসূচী পরিচালনা করা হচ্ছে।

যুব সম্প্রদায়কে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সেবামূলক কাজে আত্ম নিয়োগে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে যুব রেড ক্রিসেন্ট কর্মসূচী ও ট্রেসিং কর্মসূচী আমাদের নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় দেড় লক্ষ যুব সদস্য/সদস্যা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের ধারা পরিবর্তন করে যুগোপযোগী কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

বিগত ১৯৯৬ সনকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ইতিহাসে পরিবর্তনের সূচক (Transitional) বছর হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বিশ্বের সামগ্রিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির

(৭ এর কলামে দেখুন)

বাণী

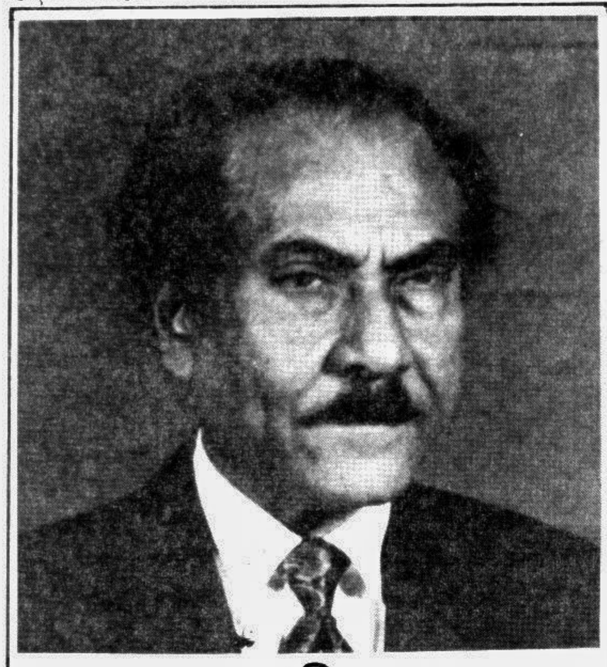

রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জীন হেনরী ডুনান্টের ১৬৯-তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের ১৭০টি দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আর্ত-মানবতার সেবা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য ভূমিকা সারা বিশ্বে প্রশংসিত। যুদ্ধ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নিঃস্বার্থ সেবার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেবার এই আদর্শ সারা বিশ্বের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিপন্ন মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য তাদের সেবা ও দুর্যোগ-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের প্রসার ঘটাবে বলে আমি আশা করি।

আমি বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবসের কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

৮ই মে বিশ্ব রেডক্রিসেন্ট ও রেডক্রস দিবস। দিবসটি পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্টের নীতিমালা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে আর্তমানবতার সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই দিবসটি উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই মোবারকবাদ।

সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষের সেবাধর্মী তৎপরতার কথা সর্বজনবিদিত। বর্তমান সরকার দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিবিধ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি এই দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৮ই মে বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস। রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জিন হেনরী ডুনান্টের জন্ম বার্ষিকীতে এই দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ৬৮টি ইউনিট সহ সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ দিবসটি উদযাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বিশ্বের ১৭০টি দেশের জাতীয় সোসাইটির সাথে আমরা একাত্ম হয়ে এই দিবসটি উদযাপন করছি। আর্তমানবতার সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট এর নীতিমালা এবং এর কার্যক্রম প্রচার দ্বারা মানব সেবায় নিবেদিত সকল মানুষের সাথে একাত্মতা পোষণ করছি।

জাতি, গোত্র, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুর্গত মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবে রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবী সদস্য ও কর্মীদের অনন্য ভূমিকা মানব সেবার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় বিপন্ন মানুষের পাশে রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আর্তমানবতার সেবায় সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বহুবিধ সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বাস্ত-বায়নাধীন প্রকল্প সমূহে কাংখিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে এবং সোসাইটির সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকবে।

আমি দিবসটি উদযাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস সফল হোক~ এই কামনা করি।

মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম
আর,সি,ডি,এস, পি,এস,পি (অবঃ)
সংসদ সদস্য
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

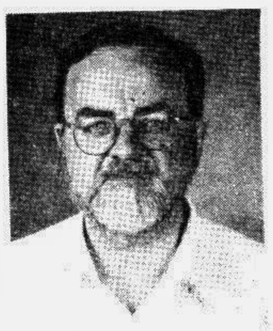

Message

It has been a great privilege on part of the International Federation to work with the Bangladesh Red Crescent Society for the last twenty five years. This solidarity is particularly unique, since Bangladesh is among the very few countries where the International Federation has maintained its presence for such a long period to assist a National Society in all possible ways in its efforts to mitigate the sufferings of the most vulnerable people, particularly the victims of cyclones and flood disasters. The International Federation strongly realizes the fact that the high frequency and magnitude of disasters, as well as the general economic status of the vast majority of the population, call for increased and sustained international assistance for the vulnerable people of Bangladesh.

The International Federation is at present one of the most important channels for international disaster relief funds raised through Red Cross and Red Crescent Societies world-wide from their public, international organizations and governments. The International Federation also attaches great importance to development and supports the Bangladesh Red Crescent Society in the fields of human and institutional development, disaster preparedness and prevention, health, and the dissemination of the Fundamental principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement.

BJORN EDER
Head of Delegation
International
Federation of Red Cross
and Red Crescent
Societies, Bangladesh

বাণী

৮ই মে বিশ্ব রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট দিবস। দিবসটি পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের নীতিমালা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে আর্তমানবতার সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই দিবসটি উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন।

বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে থেকে সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবাধর্মী কার্যক্রম দেশব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমান সরকার দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিবিধ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

আমি এই দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

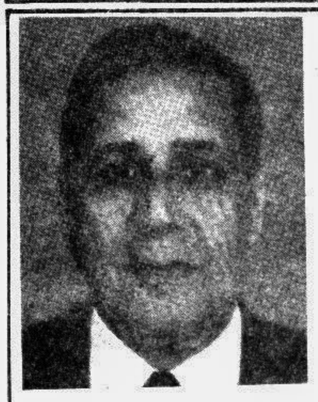

বিশ্ব রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট দিবসটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিরও ৬৮টি ইউনিটের প্রণীত কর্মসূচীর ভিত্তিতে দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করছে। রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত দলমত জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের আস্থার প্রতীক।

এই বিশ্বাস ও আস্থার আলোকে বিশ্বের সকল মানুষই রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট পরিবারের সদস্য হিসাবে গর্ববোধ করে।

আমরা রেডক্রস পরিবারের সদস্য হিসাবে আর্তমানবতার সেবায় সকল কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছি। দলমত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় এই দিবস উদযাপনে দেশবাসীসহ ৬৮টি ইউনিটের কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

এম, এ, জিন্নাহ
ট্রেজারার
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাণী

আটই মে বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস উপলক্ষে আমি দেশের সকল স্বেচ্ছাসেবক এবং রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই দিবসে আমি রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জীন হেনরী ডুনান্টের ১৬৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর বিদেহী আত্মারও শান্তি কামনা করি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দিবসটির ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দেশের যুবসমাজের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগকালে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের রক্ষা এবং দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সোসাইটি প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি, এই সোসাইটি কেবল আর্তের সেবা এবং অসহায়ের সাহায্যেই তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে না, দেশের উন্নয়নমূলক কাজেও তাদের কর্মীদের আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করবে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায় ও পীড়িত মানুষের সাহায্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তার সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবসে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

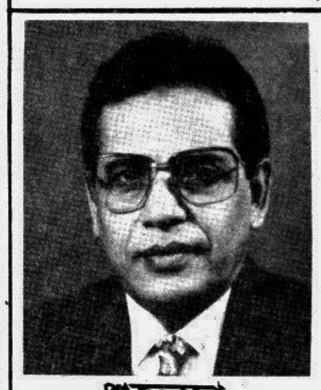

আজ ৮ই মে ১৯৯৭ বিশ্ব রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট দিবস। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যথাযথ মর্যাদার সাথে দিবসটি উদযাপন করছে।

রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালা সমূহের আলোকে দেশের ৬৮টি ইউনিট দিবসটি পালনে বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত বিশ্বের ১৭০টি দেশের জাতীয় সোসাইটি, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এন্ড রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আই,এফ,আর,সি) ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আই,সি,আর,সি) কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি একাত্মতা প্রকাশ করেছে। রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মহান জীন হেনরী ডুনান্টের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

আমি দিবসের সকল কর্মসূচীর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

তৌহিদুর রহমান
ভাইস-চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট

(৬ এর কলামের পর)

প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন (Inter-national Red Cross and Red Crescent Movement) এর পলিসি, নব্বই দশকের কৌশলগত পরিকল্পনার প্রতি সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের মত একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশের প্রেক্ষিত, চাহিদা ও সম্ভাবনার দিকগুলো বিবেচনায় এনে সোসাইটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এর সার্বিক সহযোগিতা ও নির্দেশে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সোসাইটি তার ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন, ক্ষমতার প্রায়োগিক বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণ ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে দীর্ঘ মেয়াদী ৯টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত মেয়াদের প্রতিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

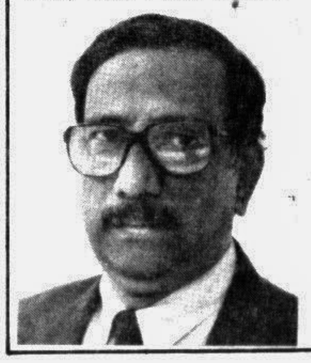

দেশের ৩৫টি জেলা যেগুলো সবচেয়ে দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেই জেলাসমূহে বিপদাপন্ন (Vulnerable) অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সামর্থতা (Capacity) বৃদ্ধি করে।

Courtesy:

sthapati
sangshad limited

architects engineers planners & management consultants
house # 55, road # 3A, dhanmondi r/a, dhaka -1209
phone : 861171, 868340, 9662605, 9662608, 811064
fax: 880-02-813163; e.mail: sthapati @ns1 bangla net